Akter's Determination of a Brighter Future

Mohammad Akter Faruq is a 14-year-old student in class four at Mostakpara POPI Bridge School. His father, late Mohammad Karim, and his mother, Arafa Begum, have a family of four children. Despite challenges, Akter shows a keen interest in studying and excels academically.

Originally from Dohazari, Akter's family faced severe financial difficulties. His father used to collect and sell wood from the hills to support the family. About 10 years ago, in search of a better livelihood, they moved to the coastal area of Nazirartak, Somitipara. Akter's father began working in a dry fish processing zone to make ends meet. However, tragedy struck five years ago when his father passed away due to a sudden illness.

To cope with the family's financial struggles, his mother began working at the dry fish processing zone, leaving the youngest child at home. Akter, the only son, also joined his mother in working to support the family, while his elder sister took care of household chores and their youngest sibling. Unfortunately, due to their dire circumstances, his elder sister had to drop out of school, and Akter himself couldn't be enrolled either. However, Akter never gave up on his dream of studying and supporting his family.

In 2021, Akter learned about POPI's Bridge School through a neighbour, Jihad. Recognising his interest in education, POPI staff intervened, discussing the matter with his mother and the owner of the dry fish processing zone. Initially, his mother was hesitant, fearing she couldn't manage the family expenses alone. However, the POPI staff assured her that Akter could still work while attending school during the day. After much motivation, both his mother and the zone owner agreed. Though his wages were reduced from BDT 600 to 400 per day due to fewer work hours, Akter was finally able to attend school.

Now, Akter's daily routine is incredibly demanding. He works at the dry fish processing zone from 6 a.m. to 11:30 a.m., attends school from 12 p.m. to 4 p.m., and resumes work in the evening. Despite the physical and emotional toll of his labour-intensive job, lifting heavy fish baskets, salting, and drying fish, Akter remains determined to study. Akter expressed that, "**He dreams of building a better future for himself and his family."**

"I sometimes work at night to help my mother manage our expenses," Akter shared, **"Night shifts pay BDT 800, but the work is tough. Handling raw fish and salt often leaves my hands burning. Still, I push through because I want to support my family."**

"I also like to play sports very much, especially football. So, sometimes during work breaks, I play football with the boys in the neighbourhood. That day, I might end up playing so much that I miss going to work in the evening. Many times, I get scolded by my mother and employer for this. It makes me feel really bad. On those days, I wonder why our lives have to be so hard. Do we not have any desires or pleasures?" he reflected.

Despite these challenges, Akter remains hopeful. **“I want to study, stand on my own feet, and create opportunities for children like us. Thank you, POPI and Educo, for standing by us and giving us the chance to study. Please continue to support us.”**

আক্তারের ভবিষ্যত গড়ার অদম্য ইচ্ছা

মোহাম্মদ আক্তার ফারুক ১৪ বছর বয়সী মোস্তাকপাড়া ‘পপি ব্রীজ’ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির একজন ছাত্র। তার বাবা, মৃত মোহাম্মদ করিম এবং তার মা, আরাফা বেগমের ৪ সন্তান নিয়ে পরিবার। প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, আক্তার পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও বেশি ।

দোহাজারীর বাসিন্দা আক্তারের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তার বাবা পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করে যা পেতেন তা দিয়ে সংসার চালাতেন। প্রায় ১০ বছর আগে, উন্নত জীবিকার সন্ধানে, তারা নাজিরারটেক সমিতিপাড়ার উপকূলীয় এলাকায় চলে আসেন। আক্তারের বাবা জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি শুটকি পল্লীতে কাজ শুরু করেন। তবে, দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, পাঁচ বছর আগে যখন তার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবেলা করার জন্য, ছোট মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে, তার মা শুটকি পল্লীতে কাজ শুরু করেন। একমাত্র ছেলে আক্তারও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তার মায়ের সাথে কাজ করা শুরু করেন, যেখানে তার বড় বোন ঘরের কাজ এবং ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা করতেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে, তার বড় বোনকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়, এবং আক্তার নিজেও ভর্তি হতে পারেনি। তবে, আক্তার পড়াশোনা এবং তার পরিবারকে সহায়তা করার স্বপ্ন কখনও ছেড়ে দেয়নি।

অবশেষে ২০২১ সালে, আক্তার তার প্রতিবেশী জিহাদের মাধ্যমে ‘পপি ব্রীজ’ স্কুল সম্পর্কে জানতে পারে। শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ বুঝতে পেরে, এই স্কুলের কর্মকর্তারা তার মা এবং শুটকি পল্লীর মালিকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাথমিকভাবে, তার মা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি একা পরিবারের খরচ চালাতে পারবেন না। তবে, স্কুলের কর্মকর্তারা তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, আক্তার দিনের বেলায় কাজ করবে, পাশাপাশি সে দিনের একটা সময় স্কুলে পড়াশোনা করবে। অনেক অনুপ্রেরণার পর, তার মা এবং শুটকি পল্লীর মালিক উভয়েই রাজি হন। যদিও কাজের সময় কম হওয়ার কারণে তার মজুরি প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৪০০ টাকা করা হয়েছিল, তবুও আক্তার অবশেষে স্কুলে যেতে সক্ষম হন। আক্তারের দৈনন্দিন রুটিন এখন অবিশ্বাস্যরকম কঠিন । সে সকাল ৬টা থেকে ১১:৩০ টা পর্যন্ত শুটকি পল্লীতে কাজ করে, দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে যায় এবং সন্ধ্যায় আবার কাজ শুরু করে। ভারী মাছের ঝুড়ি তোলা, লবণ দেওয়া এবং মাছ শুকানো - এই কঠিন কাজের শারীরিক ও মানসিক চাপ সত্ত্বেও, আক্তার পড়াশোনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আক্তার বলে, **"সে স্বপ্ন দেখে, নিজের এবং তার পরিবারের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।"**

আক্তার বলে, **"আমাদের পরিবারের খরচ মেটাতে মাকে সহায়তার জন্য আমি মাঝে মাঝে রাতে ও কাজ করি। রাতের শিফটে ৮০০ টাকা বেতন পাওয়া যায়, কিন্তু কাজটা বেশ কঠিন। কাঁচা মাছ আর লবণ সামলাতে প্রায়ই আমার হাত পুড়ে যায়। তবুও, আমি চেষ্টা করি কারণ আমি আমার পরিবারকে সহায়তা করতে চাই।“**

সে বলে, **“আমি খেলাধুলা করতেও খুব ভালোবাসি, বিশেষ করে ফুটবল। তাই মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে পাড়ার ছেলেদের সাথে ফুটবল খেলি। সেদিন হয়তো খেলার ছলে পড়ে আর বিকালে কাজে যাওয়া হয় না । অনেক সময় এরজন্য মা ও মালিকের কাছে বকা শুনতে হয়। তখন খুব খারাপ লাগে। সেই দিনগুলিতে, আমি ভাবি কেন আমাদের জীবন এত কঠিন হতে হয়। আমাদের কি কোন সাধ আহ্লাদ নেই?**

এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, আক্তার আশাবাদী, **"আমি পড়াশোনা করতে চাই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই এবং আমাদের মতো শিশুদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে চাই। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য, পপি এবং এডুকো কে ধন্যবাদ। এভাবেই যেন তাঁরা সবসময় আমাদের পাশে থাকে।"**

Kulsuma's Story of Learning and Aspiration

Kulsuma Akter is a 14-year-old student of Mostakpara **'POPI Bridge'** School. Her father, Abu Sayid, passed away when she was just 3 years old, leaving her mother and three children behind. To support the family, her mother, Jahanara Begum started working at a dry fish processing zone.

When Kulsuma was young, she sometimes accompanied her mother to her work. Over time, she began working there regularly, usually earning BDT 250 to 300 a day and he would hand it over to his mother. That is how their days went. Later, her mother enrolled Kulsuma in an NGO school, but she did not like the environment of the school and became an irregular student. She spent more time dry fish processing zone than studying. The situation worsened during the COVID-19 pandemic, which halted Kulsuma's education entirely.

Reflecting on her earlier experience, Kulsuma said, **"I used to both study and work in the previous school. But I did not like the school. There was irregular education and there were no facilities for fun or sports. So, I went to school less and spent most of my time working in the dry fish processing zone. Even if I did not go to school, the authorities demanded tuition fees every month, so I had to contribute all my earnings there."**

Kulsuma's perspective began to change when she saw her cousin, Riya, attending '**POPI Bridge '**School. Curiously, she asked Riya about the school and came to know that they do not have to pay for studying there, moreover, the school provide opportunities of sports, dancing and singing after classes. Kulsuma expressed her desire to study to her mother. Seeing her daughter's desire, her mother went to talk to the teacher at Bridge School, and soon after, Kulsuma was admitted to the fourth grade last year.

She expressed that, **"After being admitted to 'POPI Bridge' School, I no longer went to the dry fish processing zone regularly. Moreover, my mother sometimes attends to various school meetings and after the meetings, she comes to know about the harmful activities. Now, I am in class five."**

She has made good friends since coming to this school, and she loves to chat and play with them. The teachers here teach with so much joy, which helps her learn easily. Kulsumma is very optimistic about her future. She wants to become an educated teacher and teach poor children for free. She says, **"In the future, I want to be a good teacher. Most importantly, I don't want to be a victim of child marriage like my older sister. I want to learn and become a person who is worthy of respect.**"

কুলসুমার স্বপ্ন শিক্ষিত হয়ে ওঠা

১৪ বছর বয়সী কুলসুমা আক্তার মোস্তাকপাড়ার **'পপি ব্রীজ'** স্কুলের একজন শিক্ষার্থী। তার পিতা আবু ছৈয়দ মারা যান যখন কুলসুমার বয়স ৩ বছর বয়স, রেখে যান তার মা এবং তিন সন্তানকে। পরিবারের হাল ধরতে সে সময় থেকে তার মা শুটকি পল্লীতে নিরসল ভাবে কাজ করেন ।

কুলসুমা ছোট থেকেই তার মায়ের সাথে কাজে যেতো। মায়ের সাথে যেতে যেতে একসময় কুলসুমাও নিয়মিত কাজ করে শুটকি পল্লীতে। দিনে সে ২০০-৩০০ টাকা উপার্জন করত এবং তা সে তার মায়ের হাতে তুলে দিত । এভাবে তাদের দিন কাটতো । বছর খানিক যাওয়ার পর কুলসুমার আম্মা তাকে একটি এনজিও স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। কিন্তু স্কুলটির পরিবেশ তার ভালো লাগতো না এবং সে অনিয়মিত ছাত্রী হয়ে পড়ে। তাই কুলসুমা স্কুলের চেয়ে সময় বেশি দিত শুটকি পল্লীতে । কোভিড-১৯ মহামারীর সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়, যার ফলে কুলসুমার পড়াশোনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে কুলসুমা বলেন**, "আমি আগের স্কুলে পড়াশোনা এবং কাজ দুটাই করতে পারতাম। কিন্ত স্কুলটি আমার পছন্দ হতো না। সেখানে পড়শোনা অনিয়মিত ছিল, কোনো আনন্দ ও খেলাধুলার উপকরন ছিল না। তাই আমি স্কুলে কম যেতাম এবং বেশির ভাগ সময় শুটকি পল্লীতে কাজে চলে যেতাম। এমনকি স্কুলে না গেলেও কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে টিউশন ফি দাবি করত, তাই আমাকে আমার সমস্ত আয় সেখানেই জমা দিতে হত।"**

কুলসুমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে যখন সে তার খালাতো বোন রিয়াকে প্রতিদিন স্কুলে যেতে দেখে। রিয়া **'পপি ব্রীজ'** স্কুলে পড়ে। কৌতূহলবশত, সে রিয়াকে স্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং জানতে পারে যে সেখানে পড়াশোনার জন্য তাদের কোনও টাকা দিতে হয় না, তাছাড়া, স্কুলটি ক্লাসের পরে খেলাধুলা, নাচ এবং গানের সুযোগ প্রদান করে। মাকে কুলসুমা তার পড়শোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মেয়ের ইচ্ছা দেখে তার মা ব্রীজ স্কুলের শিক্ষক এর সাথে কথা বলতে যায়, এবং তার পর পরেই কুলসুমা গত বছর চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়।

কুলসুমা বলে**, 'পপি ব্রীজ' স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমি আর নিয়মিত শুটকি পল্লীতে যেতাম না, মাঝে মধ্যে যেতাম। তাছাড়া আমার মা মাঝে মধ্যে স্কুলের বিভিন্ন মিটিং এ আসে এবং মিটিং এ আসার পর ক্ষতিকর কাজগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর থেকে মা আমাকে আর শুটকি পল্লীতে যেতে দেন না । আমি এখন ৫ ম শ্রণীতে পড়ি।"**

এই স্কুলে এসে সে ভালো বন্ধুদের পেয়েছে এবং তাদের সাথে গল্প ও খেলাধুলা করতে তার খুব ভালো লাগে। এখানকার শিক্ষকরা অনেক আনন্দ দিয়ে পড়ান যা তাকে সহজভাবে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করে। কুলসুমা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আশাবাদী। সে শিক্ষিত হয়ে শিক্ষক হতে চায় এবং দরিদ্র বাচ্চাদের বিনামূল্যে পড়াতে চায়। কুলসুমা জানান**, "ভবিষ্যতে আমি একজন ভালো শিক্ষিকা হতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা আমি আমার আপুর মতো বাল্যবিবাহের শিকার হতে চাই না। পড়াশোনা শিখে মানুষের মত মানুষ হতে চাই।**

Meghla's Strive for Education and Empowerment

Meghla Akter is a 14-year-old student of class four in the '**POPI Bridge'** School led by Educo Bangladesh. Zainab Begum, Meghla's mother, is the primary breadwinner of the family and her father, Mohammad Nur Kabir, passed away in a tragic accident when Meghla and her brother were at their early age.

They moved to Samitipara in Cox's Bazar, because of a family conflict between her father and her grandfather. In this new area, they had no relatives to turn to for help. So, after his father's death, their survival relied entirely on her mother's daily earnings. From the time she was old enough to understand, she accompanied her mother to the dry fish processing zone. Due to their poverty, she could not attend school. The nearest free school was far from their home and workplace, where the owner never allowed her to study. Meghla worked in the dry fish processing zone for a long time each day, earning BDT150 to 200 per day, which she handed over to her mother.

Meghla shared, **"My mother worked tirelessly at the dry fish processing zone, keeping my younger brother in her lap, to earn money so that we can have food to eat. If my mother could not work, we would not have food to eat."** The intense heat of the dry fish processing zone was unbearable for Meghla, she felt very miserable, most of the days she would return home

from work with headaches and pain in her hands and feet. Whenever she mentioned this to her mother, she would bring medicine from the local pharmacy to ease her pain.

Meghla's life began to change when her mother learned about the community-based Child Protection Committee and a free education support run by '**POPI Bridge'** school, located near their home. Encouraged by this opportunity, she enrolled to Meghla in the second grade of this school in 2021. Along with her studies, she also went to work at that time. Meghla is now in the 5th grade, and she enjoys studying a lot. Since her mother is less educated, she often seeks help from her neighbours for her studies.

Megla said that, **"I come to school regularly because I like to study here. I enjoy studying with my classmates. There is no strict punishment here, and even if we make mistakes, there is no punishment. Everyone helps a lot. I am very thankful to Educo Bangladesh for supporting us."**

However, Meghla still has to work to support her family since her mother is sick. She says**, "I feel very sad that my mother is ill, she cannot work properly. So, I have to go to work. If we cannot earn money, what will we eat? I also feel sad because no relatives come to see us."**

Despite all the challenges, Meghla remains hopeful for her future. She wants to learn handicraft skills through vocational training, so that she can support her mother financially. Along with this, she also wants to continue her studies. Looking ahead, she expressed her aspirations, saying, **"In the future, I do not know if my dream will come true, but I want to be a doctor. As a doctor, I want to extend a helping hand to my neighbours so that no fatherless child has to work in the dry fish processing zone due to poverty like me."**

মেঘলার সংগ্রাম: শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য

১৪ বছর বয়সী মেঘলা আক্তার এডুকো বাংলাদেশ পরিচালিত **'পপি ব্রীজ'** স্কুলের চতুর্থ শ্রেনীর একজন শিক্ষার্থী। তার মা জয়নাব বেগম পরিবারের একমাএ উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মেঘলা ও তার ভাই যখন খুব ছোট তার বাবা মোহাম্মদ নুর কবির একটি নির্মম দুর্ঘটনায় মারা যান।

মেঘলার বাবার সাথে তার দাদার বিরোধ থাকার ফলে তারা সপরিবারে কক্সবাজারের সমিতি পারায় চলে আসেন। নতুন এই এলাকায় তাদের সাহায্য করার মত কোনো আত্নীয় ছিলো না। তাই বাবা মারা যাবার পর, তাদের বেঁচে থাকা সম্পূর্ন নির্ভর করে তার মায়ের উপার্জনের উপরে। মেঘলার যখন থেকে বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে সে তার মাকে শুটকি পল্লীতে সাহায্য করছে। দরিদ্র্যতার কারনে মেঘলা স্কুলের গন্ডি পর্যন্ত যেতে পারেনি। বিনামূল্যে শিক্ষা দান করা প্রতিষ্ঠানটি তার বাড়ি থেকে এবং কাজের জায়গা থেকে অনেক দূরে, যেখানে তার মালিক তাকে পড়তে যেতে দিবে না। মেঘলা দিনের একটা লম্বা সময় ধরে শুটকি পল্লীতে কাজ করত, এর মাধ্যমে সে দিনপ্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা উপার্জন করত, যা সে তার মায়ের হাতে তুলে দিত ।

মেঘলা বলল, "**মা আমার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে নিরলস ভাবে শুটকি পল্লীতে কাজ করে গেছেন যেনো আমরা খাবার খেতে পারি। আমার মা যদি কাজ করতে না পারতেন, তাহলে আমাদের খাওয়ার জন্য খাবার থাকত না।**" শুটকিপল্লীর প্রচন্ড তাপ মেঘলার জন্য অসহনীয় ছিল, খুব দুর্দশাগ্রস্ত লাগতো তার নিজেকে, বেশির ভাগ দিনই সে মাথা এবং হাত-পা ব্যাথা নিয়ে কাজ থেকে বাসায় ফিরে আসতো। যখনি মাকে ব্যাথার কথা বলতো, তখনি তার মা স্থানীয় ফার্মেসি থেকে ঔষধ এনে দিতো যেনো মেঘলার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়।

মেঘলার জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে যখন, তার মা, বাড়ীর কাছের কমিউনিটি-বেসড শিশু সুরক্ষা কমিটি ও বিনামূল্যে পরিচালিত **'পপি ব্রীজ'** স্কুলের কথা জানতে পারেন। এমন সুযোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মেঘলা কে ২০২১ সালে এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সে তখন কাজে ও যেত। মেঘলা এখন ৫ম শ্রেণিতে পড়ে এবং পড়াশোনা করতে সে খুব আনন্দ পায়। যেহেতু তার মা কম পড়াশোনা জানেন তাই প্রায় সময়ই পড়াশোনার জন্য সে তার প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে থাকে। মেঘলা বলে যে, **"আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই কারন আমার এখানে পড়তে ভালো লাগে। আমি আমার সহপাঠীদের সাথে পড়াশোনা করে মজা পাই, এখানে খুব কঠোর কোনো শাস্তি নেই এবং ভুল করলেও সাজা নেই, সবাই অনেক সাহায্য করে। এডুকো বাংলাদেশ কে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।"**

তবে, মা অসুস্থ থাকার কারণে এখনও মেঘলাকে তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কাজ করতে হয়। সে বলে, "**আমার অনেক কষ্ট লাগে যে মা অসুস্থ এবং ঠিকমত কাজ করতে পারেন না। তাই আমাকে কাজে যেতে হয়। আমরা যদি টাকা উপার্জন না করতে পারি তাহলে কি খাবো? আমার আরো খারাপ লাগে যখন দেখি আমাদেরকে কোনো আত্মীয় দেখতে আসেন না।**"

সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মেঘলা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। সে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে হাতের কাজ শিখতে চায়, যাতে মাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারে। এর পাশাপাশি সে পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে চায়। সামনের দিনগুলোর কথা চিন্তা করে মেঘলা বলে, "**আমার স্বপ্ন ভবিষ্যতে সত্যি হবে কিনা জানিনা, তবে আমি ডাক্তার হতে চাই। ডাক্তার হয়ে আমার প্রতিবেশীদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাই যেন পিতৃহীন কোনো শিশুকে অভাব-অনটনের কারণে আমার মত শুটকি পল্লীতে কাজ না করতে হয়।**"

Tania's Journey to Overcome Poverty and Pursue Her Dreams

Tania Sultana, is a 13-year-old enthusiast student at the '**POPI Bridge'** School. She is the youngest in her family of two brothers and three sisters. Her father, Abu Sayed, mother, Hamida Begum, along with her two elder brothers, work in a dry fish processing zone. The family relocated from Maheshkhali to Samitipara about nine years ago.

Before the COVID-19 pandemic, the family's financial situation was stable, but 2021 brought significant hardship. In 2020, Tania's father had given BDT 6 lac to a broker to send his elder son abroad, borrowing the money in installments from an NGO. However, the plan failed and the money was lost. To repay the weekly installment of BDT 9,000, everyone in the family, including Tania, began working at the dry fish processing zone.

Tania used to feel sad seeing everyone around her going to school and she also wanted go to school. She recalls, **"Often I used to tell my mother that I also want to go to school. She would listen and say, "How will we pay the installment if you do not work?"** On the other hand, Tania's father almost fell ill due to the worry of the installments. He felt severe pain in his legs but still work with his ill health, thinking about the family.

Tania's journey to '**POPI Bridge'** School began in 2022, inspired by her friend Yasmin, who also attended this school. Yasmin would often talk to Tania about school, saying that the teachers at 'POPI Bridge' School are very caring and teach well, and that there are also opportunities for sports at school. Hearing this, Tania shares her excitement with her mother. At first, her mother forbade her from going to school, but later, after learning about the harms of child labour and seeing Tania's strong interest, she encouraged her to go to school and she enrolled her in POPI School. Her commitment towards studies grew stronger each day and eventually. Her mother promised to enroll her in a good school for class six and stop sending her to work. It was a new chapter of hope for Tania.

Tania compares her past with her present situation and says, **"Working in the dry fish processing zone was tough, separating fish and crabs, then drying and cutting them in the hot sun. Even after all this hard work, dealing with unpaid wages was very painful. But now I have realised the joy of studying, and this joy is different. I really enjoy wearing my school dress, carrying my bag filled with books, and going to school every day."** She also noted that conditions have slightly improved in her working place due to the visits from government representatives.

Now, Tania is in class four and has grown more confident. She can dream now. She also has outlined a career plan for her where she wants to gain vocational training on handicrafts, while studying. She shared that, **"I want to be a doctor because my father cannot get proper treatment due to lack of money. I do not want others to suffer like my father. I want to support my family financially alongside with my studies and ensure we do not have to borrow money during any crises."**

দরিদ্রতাও রুখতে পারেনি তানিয়ার ইচ্ছাশক্তিকে

১৩ বছর বয়সী তানিয়া সুলতানা একজন উৎসাহী 'পপি ব্রীজ' স্কুলের শিক্ষার্থী। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তানিয়া সবার ছোট। পিতা আবু সৈয়দ, মাতা হামিদা বেগম এবং বড় দুই ভাই সবাই মিলে শুটকি পল্লীতে কাজ করেন। তানিয়ার পরিবার মহেশখালী থেকে সমিতিপারায় এসেছে প্রায় ৯ বছর আগে।

কোভিড-১৯ এর পূর্ববর্তী সময় তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামোটি ভালো ছিল। কিন্তু বিপর্যয় নেমে আসে ২০২১ সালে। বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ২০২০ সালে তানিয়ার পিতা এক দালালের হাতে ৬ লাখ টাকা তুলে দেন। এক এনজিও হতে প্রতি মাসে ৯,০০০ টাকা কিস্তি বাবদ তিনি এই টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত ছেলের আর বিদেশ যাওয়া হলো না, সাথে টাকাটাও গেল। এখন প্রতি সপ্তাহে কিস্তি দেয়া দায়। সে টাকা পরিশোধ করতে তানিয়াসহ পরিবারের সবাইকে কাজ করতে হয় শুটকি পল্লীতে। তানিয়ারও সেই থেকে শুটকী পল্লীতে যাওয়া শুরু।

আশেপাশের সবাইকে স্কুলে যেতে দেখে তানিয়ার মনখারাপ লাগতো এবং তারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করতো। সে বলে, **"মাঝে মাঝে মা কে বলতাম আমিও স্কুলে যেতে চাই । আমার কথা শুনে মা উত্তরে বলতো তুমি যদি কাজ না করো তাহলে আমরা কিভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করবো?"** অপরদিকে, কিস্তির চিন্তায় চিন্তায় তানিয়ার বাবা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করে তবু সংসারের কথা ভেবে কাজ করে অসুস্থ শরীর নিয়ে।

তানিয়ার বান্ধবী ইয়াসমিন এর উৎসাহে তানিয়ার **'পপি ব্রীজ'** স্কুলে যাওয়ার যাত্রা শুরু হয় ২০২২ সালে, ইয়াসমিন নিজেও এই স্কুলে পড়ে। ইয়াসমিন তানিয়ার কাছে প্রায়ই স্কুলের কথা বলতো যে, 'পপি ব্রীজ' স্কুলের ম্যাডামরা খুব আদর যত্ন করে পড়াশোনা করান এবং এর পাশাপাশি স্কুলে খেলাধুলারও সুযোগ আছে । তানিয়া সে কথা শুনে মাকে বলে । প্রথম প্রথম মা তাকে স্কুলে যেতে মানা করতো কিন্তু পরবর্তীতে শিশুশ্রমের খারাপ দিক সম্পর্কে জানতে পারায় এবং তানিয়ার প্রচন্ড আগ্রহ দেখে স্কুলে যাওয়াকে উৎসাহিত করেন এবং তাকে পপি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন । দিন দিন তানিয়ার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। তানিয়ার এই আগ্রহ দেখে তানিয়ার মা জানায় তাকে ৬ ষ্ঠ শ্রেণিতে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে এবং আর কাজ করতে যেতে দেবে না। এটি তানিয়ার জন্য আশার এক নতুন অধ্যায় ছিল।

তানিয়া অতীত এর সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে বলে, **"শুটকি পল্লীতে কাজ করা খুব কষ্টকর ছিল। মাছ ও কাঁকড়া আলাদা করা তারপরে গরম রোদে তা শুকানো ও কাটা। এত কষ্টের পরেও পারিশ্রমিক পাওয়া নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হতো। কিন্ত এখন বুঝতে পেরেছি পড়াশোনা করা র আনন্দ এবং এই আনন্দ টি আলাদা। আমার প্রতিদিন স্কুলের ড্রেস পড়ে বই ব্যাগ নিয়ে স্কুলে পড়তে যেতে খুব ভালো লাগে।"** সে আরো জানালো তার কাজের অবস্থা একটু উন্নত হয়েছে করন প্রতিনিয়ত এখন সরকারী লোকজন এখানের অবস্থা পর্যবেক্ষন করতে আসেন।

এখন তানিয়া চতুর্থ শ্রেনিতে পড়ে এবং ক্রমে আত্নবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সে এখন স্বপ্ন দেখে। তানিয়া তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও দাড় করিয়েছে যেখানে তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি হস্তশিল্পের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অর্জন করতে চায়। সে প্রকাশ করে যে, "**ভবিষ্যতে আমি ডাক্তার হতে চাই কারণ টাকার অভাবে আমার বাবার ভালো চিকিৎসা করাতে পারছি না। আমি চাই না আমার বাবার মতো অন্যদের বাবার কষ্ট হোক। আমি পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ শিখে পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে চাই, যাতে করে বিপদে পড়লে কারো কাছ থেকে ধার দেনা করতে না হয়।**"

Fahima's Journey from Work to School

Fahima Sultana Ria, a 13-year-old student of class 5, comes from a modest family. Her father's name is Mohammad Abu Tayab and mother's name is Hasina Begum. She has 1 brother and 1 sister. Fahima's father works as a fisherman, while her elder brother is employed at a dry fish processing zone. To support their family, who are living in poverty her mother also works in the same place.

Due to financial constraints, in 2021, when Fahima was only 8 years old, she would go to the dry fish market with her mother every day and also work, while taking care of her younger sister. Like her, many other children worked there alongside their mothers. This was the age when she should have started school, but poverty prevented her enrollment.

One day, Fahima's mother learned about the "POPI Bridge" school from a neighbour. She discovered that the school provides free education and supplies educative materials to children involved in child labour, reducing the burden on parents. Encouraged by this, Fahima's mother enrolled her in this school.

Fahima expressed her gratitude, saying **"If this school was not there, we would never have had the opportunity to study and would not have known what child labour is."**

As Fahima started attending school, her trips to the dry fish processing zone gradually lessened. Her mother also participated in awareness meetings at the school, where she learned about the harmful effects of child labour. Eventually, Fahima stopped working at the dry fish processing zone altogether.

Now, Fahima attends school regularly. She enjoys studying with her classmates and participates in sports. Although her parents are uneducated and unable to assist with her studies, a cousin from the neighbourhood helps her with school work.

She also mentioned that, **"School is not just a place to study. Rather, it is a place to connect with others, to share joys and sorrows, and to grow together."**

Fahima dreams of becoming a journalist in the future. She explained, "***Journalists bring attention to the diverse lives of children like us through their reports and publications. As a result, many NGOs come to stand by children like us, to enlighten them with the light of education to protect their fundamental rights, and to eliminate child labour."***"

ফাহিমার স্বপ্নযাত্রা: শুটকি পল্লী থেকে স্কুলে

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে, ২০২১ সালে যখন ফাহিমার বয়স মাত্র ৮ বছর, সে থেকে ছোট বোনকে দেখার পাশাপাশি মায়ের সাথে প্রতিদিন শুটকি পল্লীতে যেত এবং কাজও করতো। তার মতো, আরও অনেক শিশু তাদের মায়েদের সাথে সেখানে কাজ করত। এই বয়সেই তার স্কুল শুরু করা উচিত ছিল, কিন্তু দারিদ্র্য তাকে ভর্তি হতে বাধাগ্রস্থ করে।

একদিন, ফাহিমার মা তার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ‘পপি ব্রীজ’ স্কুল সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে স্কুলটি শিশুশ্রমে জড়িত শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করে এবং শিক্ষামূলক উপকরণ দিয়ে থাকে, যা পিতামাতার উপর বোঝা কমিয়ে দেয়। এতে উৎসাহিত হয়ে, ফাহিমার মা ফাহিমাকে স্কুলে ভর্তি করান।

ফাহিমা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে, **"এই স্কুলটি না থাকলে আমরা কখনই পড়াশোনার সুযোগ পেতাম না এবং শিশুশ্রম কি তা জানতাম না।"**

ফাহিমা স্কুলে যাওয়া শুরু করার সাথে সাথে শুটকি পল্লীতে তার যাতায়াত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তার মা স্কুলে সচেতনতামূলক সভাগুলোতে ও অংশগ্রহণ করতেন, যেখানে তিনি শিশুশ্রমের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। অবশেষে, ফাহিমা শুটকি পল্লী থেকে কাজ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়।

ফাহিমা এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। পড়াশোনার পাশাপাশি সে তার সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে ও পছন্দ করে। যদিও তার বাবা-মা শিক্ষিত নয় এবং তাঁরা তার পড়াশোনায় সহায়তা করতে পারেন না, সে ক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী খালাতো বোন তাকে স্কুলের কাজে সাহায্য করে।

তিনি আরও উল্লেখ করে যে, **"স্কুল কেবল মাত্র পড়াশোনার জায়গা নয়। বরং এটি অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপনের, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার এবং একসাথে বেড়ে ওঠার জায়গা।"**

“আমি বড় হয়ে সাংবাদিক হতে চাই। কারণ সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রতিবেদন অথবা সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের মত শিশুদের জীবন বৈচিত্র্য তুলে ধরে। যার ফলে অনেক এনজিও আসে আমাদের মত শিশুদের পাশে দাড়াতে, মৌলিক অধিকার রক্ষায় শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে এবং শিশু শ্রম নিরসন করতে।”

A Journey of Overcoming Struggles to Create a Better Future

Yesmin Akter is a student of class four. Her father was the late Abdul Kader, and her mother is Chenuara Begum. Yesmin is her mother's only child. She lost her father at a very young age, just two years old. After her father passed away, Yesmin’s mother moved to her maternal grandfather's house in Chakaria with Yesmin. However, the financial condition of her maternal grandfather’s family was not good. Eventually, the family, including grandparents’ family migrated to Nazirartek, Samitipara in search of work.

Since then, Yesmin grew up with her grandparents. Her grandmother and mother worked in a dry fish processing zone, so there was no one to take care of her. Because of this, Yesmin started going to the dry fish processing zone with them. Sometimes, she would help her mother with work. This became her daily life. Despite these challenges, her mother decided not to remarry, thinking about Yasmin's future. However, due to financial limitations and no one available to take care of Yasmin, her mother did not enroll her in a private school.

Later, her mother learned about the POPI Bridge School, which offers free education through fun and games. In 2021, she enrolled Yesmin in class one in this school, which marked the beginning

of her educational career. Although Yesmin would occasionally go to the dry fish processing zone with her mother, she realised how much harder it was to work there than to study.

Yesmin shared, **"I have seen that people have to work all day in the sun at the dry fish** processing zone**. They can't even drink water properly then. If someone slacks off, the owner scolds them. Often, they don't get paid fairly. It's a lot of suffering. In addition, many people get sores on their hands and feet while working."**

She added, **"Now I come to school regularly. I love studying and playing with my friends. Participating in different types of school events makes me happy. After school, I help my grandfather with his work. My grandparents adore me and try to fulfill my wishes. On the days my grandmother is at home, she helps me get ready for school. I love to laugh. My younger aunt helps me with my studies."**

Yesmin expressed her aspirations: **"I want to be a good person in the future and stand on my own feet. When I grow up, I want to serve my grandparents and ease my mother's suffering. That's why I am trying to study well. Please pray for me."**

সংগ্রাম পেরিয়ে একটি আলোকিত ভবিষ্যতের পথে

ইয়াসমিন আক্তার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা ছিলেন মৃত আব্দুল কাদের এবং তার মা চেনুয়ারা বেগম। ইয়াসমিন তার মায়ের একমাত্র সন্তান। মাত্র দুই বছর বয়সে তিনি তার বাবাকে হারায়। তার বাবা মারা যাওয়ার পর, তার মা তাকে নিয়ে চকরিয়ায় তার নানার বাড়িতে চলে যান। তবে, তার নানার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। অবশেষে, নানার পরিবারসহ পরিবারটি কাজের সন্ধানে নাজিরারটেক, সমিতিপাড়ায় চলে যায়।

সে থেকে ইয়াসমিন নানা নানির সাথেই বড় হয়। তার নানি এবং মা একটি শুটকি পল্লীতে কাজ করতেন, তাই তার দেখাশোনা করার জন্য কেউ থাকত না। যে কারণে, ইয়াসমিন ও তাদের সাথে শুটকি পল্লীতে যাওয়া শুরু করে। মাঝে মাঝে, সে তার মাকে কাজে সাহায্য করত। এটি তার দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে। এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, তার মা ইয়াসমিন এর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পুনরায় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং ইয়াসমিনের দেখাশোনা করার কেউ নেই বলে তাকে তার মা প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করেননি।

পরে, তার মা **'পপি ব্রীজ'** স্কুল সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সেখানে বিনামূল্যে বিনোদন ও খেলাধুলার মাধ্যমে পড়ালেখা শেখানো হয়। ২০২১ সালে, তিনি ইয়েসমিনকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করান, যা তার শিক্ষাজীবনের সূচনা করে। যদিও ইয়াসমিন মাঝেমধ্যে তার মায়ের সাথে শুটকি পল্লীতে যেত, তবুও সে বুঝতে পেরেছিলেন যে পড়াশোনার চেয়ে সেখানে কাজ করা কতটা কঠিন।

ইয়াসমিন বলে, **"আমি দেখেছি শুটকি পল্লীতে সারাদিন রোদে পুড়ে কাজ করতে হয়। তখন তারা ঠিক মতো পানি ও খেতে পারেনা। ওখানে আবার কাজ ফাঁকি দিলে মালিক বকাবকি করে। অনেক সময় ঠিকভাবে মজুরি দেয় না। এতে অনেক কষ্ট হয়। এছাড়া কাজ করতে গিয়ে হাতে পায়ে ঘা হয়ে যায় অনেকের।"**

সে আরো বলল,, "**এখন আমি নিয়মিত স্কুলে আসি। আমি পড়াশোনা করতে এবং বন্ধুদের সাথে খেলতে ভালোবাসি। স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আমার খুব ভালো লাগে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর আমি আমার নানাকে কাজে সাহায্য করি। আমার**

নানা - নানি আমাকে খুব ভালোবাসেন এবং আমার ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেন। যেদিন নানি বাসায় থাকেন, সে দিন তিনি আমাকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করেন। আমি হাসতে ভালোবাসি। আমার ছোট খালা আমাকে পড়াশোনা বুঝাতে সাহায্য করে।“

ইয়াসমিন তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলে, “আমি ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাড়াতে চাই। অনেক বড় হয়ে নানা-নানির সেবা এবং মায়ের দু: খ কষ্ট দূর করতে চাই। তাই আমি চেষ্টা করছি ভালো ভাবে পড়াশোনা করার। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।”